অধ্যায় ৯ : বাংলা সাহিত্য অনুবাদ— বীরেন্দ্র ভট্টাচার্যের 'মৃত্যুঞ্জয়' উষারঞ্জন ভট্টাচার্যের অনুবাদ—২

বিন্যাসক্রম

৯.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

৯.২ পরিচিতি

৯.৩ অনুবাদ চর্চার কিছু কথা

৯.৪ 'মৃত্যুঞ্জয়' : লক্ষ্য ভাষায় অনুবাদ বিশেষের গুরুত্ব

৯.৫ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

৯.৬ অতিরিক্ত পঠন

৯.৭ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত

৯.৮ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৯.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায় পাঠ করে শিক্ষার্থী—

- অনুবাদ চর্চার বিষয়ে বিস্তৃত জ্ঞান পাবেন।
- অনুদিত 'মৃত্যুঞ্জয়' উপন্যাস বিষয়ে অবগত হবেনে।
- লক্ষ্য ভাষায় অনুবাদ বিশেষের গুরুত্ব পর্য়ালোচনা করতে পারবেন।

৯.২ পরিচিতি

'মৃত্যুঞ্জয়' উপন্যাস বাংলায় অনুবাদ করতে গিয়ে অনুবাদক উষারঞ্জন ভট্টাচার্য কীভাবে এই গুরু দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হয়েছেন, সে কথা তিনি বয়ান করেছেন গ্রন্থের শুরুতেই। লেখকের সেই বক্তব্য থেকেই জানা যায় অনুবাদটি করতে গিয়ে তিনি কী কী সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন ও সেটা কীভাবে সমাধান করেছেন। আমরা এখানে সেকথা তাঁর ভাষাতেই উদ্ধৃত করব। তিনি বলেছেন যে, 'মৃত্যুঞ্জয়' সম্পর্কে বাঙালি পাঠকের কৌতূহল অসীম।

৯.৩ অনুবাদ চর্চার কিছু কথা

অনুবাদ করতে গেলে একজন অনুবাদক যেসব সমস্যার সম্মুখীন হন এবং সেইসব সমস্যার সমাধানের উপায় সম্পর্কে এখন আমরা আলোচনা করব। এ কথা আমরা সকলেই মানি যে অনুবাদ হচ্ছে দেশ-কালের দূরত্ব দূর করবার অন্যতম প্রধান উপায়। কিন্তু একটি ভাষা থেকে, অনুবাদক যখন কোনো গদ্য

রচনা বা কবিতা অন্য ভাষায় অনুবাদ করতে যান, তখন দেখা দিতে পারে বিভিন্ন সমস্যা। এই সমস্যা যেমন ভাষাগত দিক থেকে হতে পারে, তেমনি ভাবগত দিক থেকে অথবা শব্দবিন্যাসের দিক থেকেও হতে পারে। এখন আমরা অনুবাদকর্মে যে-যে সমস্যা দেখা দেয়, সেই সমস্যাগুলি সম্পর্কে কিছু আলোচনা করার প্রয়াস করব।

একজন অনুবাদকের উদ্দেশ্য থাকে যতটা সম্ভব মূল লেখকের উদ্দেশ্যের সমধর্মী থাকা। অনুবাদক অবলম্বন করা শিল্পপ্রকরণও তাই ততটা পরিমাণে মূলানুগ হয় । এমনটা হলেই অনুবাদ হয় সার্থক। এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অনুবাদচর্চার প্রসঙ্গ আলোচনা করা যেতে পারে। তাঁর অনুবাদ কর্মের প্রথম দিকে পাওয়া যায় 'ম্যাকবেথ' নাটকের ডাইনিদের সংলাপ। এ অনুবাদ তাঁর ভাষাশিক্ষার অঙ্গ ছিল, ভাষার চর্চাই ছিল এখানে মুখ্য। যদিও তিনি পুরো 'ম্যাকবেথ' নাটকটি তখন অনুবাদ করেছিলেন, তবু এই অংশটি ছাড়া বাকিটা পাওয়া যায় না। এখানে দেখা যায় অনুবাদক যথাসম্ভব যত্ন নিয়ে শব্দের অনুবাদ করছেন। কয়েক জায়গায় রবীন্দ্রনাথ নিজে কিছু গ্রাম্য শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেমন- শেক্সপিয়রের লেখাতে রয়েছে: "Give me quoth I/ Aroint thee' witch!" the rumpfed ronyon cries, এটাই রবীন্দ্রনাথ অনুবাদে করেছেন এভাব 'চাইলুম তার কাছে গিয়ে / পোড়ামুখী রেগে / 'ডাইনী মাগী, যা তুই ভেগে'.... দেখা যাচ্ছে আক্ষরিক শব্দানুবাদ করেননি রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু মূল ভাবরূপের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ একটি অনুবাদ হয়েছে এখানে। এর ফলে অনুবাদ হয়ে উঠেছে আরো জীবন্ত। তাই বলা যায় মূল নাট্যরচনার সংলাপের প্রতি অনুবাদকের আকর্ষণ মূল নাট্যকার ও অনুবাদকের উদ্দেশ্যকে এক করেছে। অতএব মৌলিক রচনার মতো অনুবাদের ক্ষেত্রেও একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল ভাষার ভঙ্গি বা স্টাইল। বাংলা অনুবাদকের সমস্যাটিকে এভাবে দাঁড় করানো যেতে পারে, এক্ষেত্রে অনুবাদের মধ্যে বিভিন্ন ভাষার শব্দের মাত্রাবিতরণ কী রকম হবে, কাব্যিক রীতি বা পুরোনো ভাষা কীভাবে কতটা গ্রহণযোগ্য হবে ?

একথা ঠিক যে দুটি ভাষার মধ্যে প্রতিটি শব্দের আক্ষরিক অনুবাদ হতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে , ইংরেজি ও বাংলা দুই ভাষা প্রকাশের নিয়ম সম্পূর্ণ আলাদা এবং পরস্পরের মধ্যে শব্দ ও তার ভাষান্তরিত প্রতিশব্দের একই রকম মিল খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। এছাড়া বাক্য রচনাতেও ইংরেজির সঙ্গে বাংলার পার্থক্য এই যে, বিশেষণ বাক্যাংশ (অর্থাৎ Adjective clause) বাংলায় কর্তৃপদের আগে বসে, ইংরেজিতে বিশেষণ সমেত কর্তৃপদ প্রথমে ব্যবহৃত হয়, তারপরে আসে বিশেষণ-বাক্যাংশ। যেমন, বাংলাতে বলা হয়- 'Rhodopis নামে একটি সুন্দরী বালিকা নীল নদের জলে স্নান করিতেছিল।" এখানে "সুন্দরী বালিকা" কর্তৃপদ। 'Rhodopis নামে" তার আগে বসেছে। কিন্তু ইংরেজিতে তা পরে বসে- 'A beautiful girl named Rhodopis" সমস্তটা মিলে কর্তা। ইংরেজিতে সাধারণত কর্তার কিছু পরে, কখনো বা আগে ক্রিয়াপদ বসে। আর বাংলায় ক্রিয়াপদ বাক্যের শেষে বসে। ইংরেজিতে 'স্নান করিতেছিল' ক্রিয়াপদ কর্তার কিছু পরেই বসবে। তা হলে বাক্যটা এরকম হবে "A beautiful girl named Rhodopis was bathing" বাংলায় 'জল' শব্দের বহুবচনে প্রয়োগ নেই-আমরা 'জলগুলি' কখনোই বলি না, ইংরেজিতে এবং সংস্কৃতেও 'জল' শব্দের বহুবচনে

প্রয়োগ হতে পারে, এখানে তাই হয়েছে। "A beautiful girl named Rhodopis was bathing in the water of the Nile." 'River' শব্দটি এখানে প্রয়োগ না করাই ভালো।

একজন অনুবাদকের ক্ষেত্রে অন্যতম কঠিন সমস্যা শিল্পরূপের প্রকাশে। যে-কোনো শিল্পই জটিল, গভীর, রহস্যময়। ধরা যাক কবিতার শিল্পরূপ। কবি তাঁর আবেগ ও চিন্তাতরঙ্গকে সংহত ও ঘন করে তোলেন রূপগ্রাহ্য চিত্রে। এক্ষেত্রে তার বিশিষ্ট অনুভূতির অভিজ্ঞতা অন্য সব সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে আলাদা ও অপেক্ষাকৃত উন্নততর হয়ে থাকে। এই 'চিত্র' হল কবির মনের সকল স্মৃতি-অনুষঙ্গ থেকে নির্মিত 'চিত্রকল্প' (অর্থাৎ, image)। কবিতাটি এগুলো সমস্ত কিছুর অচ্ছেদ্য সমন্বয় ও সৌষম্যে হয়ে ওঠে অসামান্য। এরকম শিল্পরূপের অনুসরণ সার্থক অনুবাদের জন্য অপরিহার্য। তবে এটি যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনই এর পথ সমস্যা-সংকুল। কবিতার অনুবাদকরাই এমন ধরনের সমস্যা অনুধাবন করতে পারেন। তাছাড়াও কবিতার অনুবাদকালে ছন্দগত কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে। শব্দবিন্যাসের ক্ষেত্রে এক ভাষার সঙ্গে অপর ভাষার উচ্চারণের রীতি অনুসারে 'ঝোঁক' (stress)-এর তফাৎ থাকবেই। লাতিন কবিতায় প্রচুর স্বরাঘাত থাকে এবং সেখানে স্বরাঘাতের নানারকম বিশিষ্ট নিয়ম থাকে। কিন্তু ইংরেজি পদ্যছন্দে শ্রুত স্বরের দৈর্ঘ্যের ওপর স্বরাঘাতের পরিমাণ নির্ভর করে। ফলে কোনো একটি ভাষার কবিতার ছন্দকে অন্য ভাষার কবিতায় রূপান্তরিত করা যথার্থই কঠিন। তবে যদি দুটি ভাষার মধ্যে শব্দব্যুৎপত্তি, বিশিষ্ট বাক্-রীতি, ধাতু ও ক্রিয়াপদ প্রভৃতির সম্বন্ধ থাকে, যেমন ইংরেজির সঙ্গে ফরাসি বা জার্মান ভাষার, অথবা সংস্কৃতের সঙ্গে প্রাকৃতের ও বাংলা ভাষার, সেখানে মূল ছন্দ অনুবাদ করা সব সময় তেমন কঠিন নাও হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ বাংলায় 'মেঘদূত' এবং 'গীতগোবিন্দ'-এর আংশিক অনুবাদে আর বিদ্যাপতির দু-একটি পদের অনুবাদে মূল কবিতার ছন্দ রক্ষা করেছেন। সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার মধ্যে বেশ মিল থাকা সত্ত্বেও দুই ভাষার মধ্যে ঝোঁকের পার্থক্য আছে। বাংলায় প্রতিটি অক্ষরের মাত্রা সমান। অক্ষরের হ্রস্ব বা দীর্ঘ উচ্চারণ নেই। সংস্কৃত শব্দে হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণ আছে। তাই বাংলা রীতি অনুসরণ করলে সংস্কৃত ছন্দ বাংলায় রক্ষা করা যায় না।

আবার ইংরেজি এবং বাংলা বাক্যের গঠনেও শব্দোচ্চারণ রীতির পার্থক্য পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ অধ্যাপক এনডারসনকে লেখা এক চিঠিতে বলেছিলেন- "ইংরেজিতে প্রত্যেক শব্দেরই একটা নিজস্ব ঝোঁক আছে। সেই বিচিত্র ঝোঁকগুলিকে নিপুণভাবে ব্যবহার করার দ্বারাই ছন্দসংগীত মুখরিত হইয়া ওঠে.... বাংলা বাক্যের অসুবিধা এই যে, একটা ঝোঁকের টানে এক সঙ্গে অনেকগুলো শব্দ অনায়াসে আমাদের কানের উপর দিয়া পিছলাইয়া চলিয়া যায়। তাহাদের প্রত্যেকটার সঙ্গে সুস্পষ্ট পরিচয়ের সময় পাওয়া যায় না।" যেমন এডগার অ্যালান পো-র 'র‍্যাভেন' কবিতার এই দুটি চরণের অনুবাদ।

"আহ, আমার স্পষ্ট মনে আছে
এটা ছিল অন্ধকার ডিসেম্বরে"

রবীন্দ্রনাথ এভাবে করেছেন,-

"আহা মোর মনে আসে

দারুণ শীতের মাঝে।"

-রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, ইংরেজি ছন্দটা চৌপদী বলে ধরে একটি ঝোঁকে তিনি চার মাত্রা ধরে অনুবাদ করেছেন, ইংরেজি ছন্দে এভাবে চার মাত্রা ধরা যায় না। তাই ইংরেজি শব্দের স্বাভাবিক ঝোঁক বাংলায় নেই বলে-অনুবাদটি মূল কবিতার ধ্বনিরূপ ও ছন্দের প্যাটার্ন রক্ষা করতে পারেনি। অমিত্রাক্ষর হচ্ছে ইংরেজি ব্ল্যাংকভার্সের বাংলা রূপ। আবার ইংরেজির মতো ঝোঁক বাংলা ধ্বনিপ্রবাহে না থাকায় ইংরেজি ছন্দের যথার্থ প্রতিরূপ বাংলায় প্রায় অনুপস্থিত। তাই অনুবাদের সার্থকতার জন্য মূল ছন্দ অনুসরণের ক্ষেত্রে অনুবাদকের স্বাধীনতা কিছু পরিমাণে মেনে নিতে হয়। আবার পদ্যের অনুবাদ গদ্যে পরিবেশন করতে গেলেও কিছু সমস্যার উদ্ভব হয়। একটি কবিতার মূল ভাব গদ্যে অনুবাদ করা হলে কবিতার অর্থ, শব্দ রক্ষা করা সম্ভব যদিও সেখানে কবিতার তান পাওয়া অসম্ভব। ফলে কোনো ভাষার অনুবাদে শ্রেষ্ঠ কবির অনুবাদ কখনোই মূলানুগ হয় না। এটা অবশ্য বাঞ্ছনীয়ও নয়, কারণ তাতে রসের উপলব্ধিটা ব্যাহত হতে বাধ্য। তবে অনুবাদক যদি সতর্ক হয়ে মূল কবিতার চলনকে অনুবাদে খানিকটাও প্রতিধ্বনিত করতে পারেন, তাহলে ছন্দগত পার্থক্যটুকু অনেক পরিমাণে হ্রাস হয়।

প্রতিশব্দের ব্যবহারে সমস্যা অনুবাদের ক্ষেত্রে অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ইংরেজি ও ফরাসি ভাষার বহু শব্দ প্রায় একইরকম। তবু অনুবাদ করতে গেলে মূল ভাব সবসময় বজায় রাখা যায় না যে, তা অনুবাদ বিশেষজ্ঞ জে. ও'ব্রায়েন সুন্দর উদাহরণ দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। টি. এস. এলিয়টের "rats" feet over broken glass" এর সঠিক ফরাসি অনুবাদ "La course des rats sur les debris de verre." এটি আক্ষরিক ভাবে মুলের অনুবাদ হল না। "La course des rats." মানে ইঁদুরের পা নয়, ইঁদুরের চলা। এখানে "Les pattes" বললে ইঁদুরের পা থাকবে, কিন্তু চঞ্চলতা থাকবে না। রবীন্দ্রনাথ যেমন প্রথম জীবনে "Woodbine"-কে "মল্লিকা" করেছিলেন, কিন্তু পরবর্তীকালে 'সাধনা'-য় হাইনের একটি অনুবাদে "নীল বায়োলেট নয়ন" বলে বিদেশি শব্দই ব্যবহার করেছে। এই প্রসঙ্গে আর একটি সমস্যার কথাও বলতে কবি স্বয়ং যদি তাঁর কোনো লেখার অনুবাদে ব্রতী হন, তাহলেও সমস্যা দেখা যেতে পারে। একজন অনুবাদক অনুবাদ করতে গেলে মূলের প্রতিটি শব্দ, চিত্রকল্প, বাক-প্রতিমা ইত্যাদি সম্পর্কে যতটা সাবধানতা অবলম্বন করার প্রয়াস করবেন, সেটা কবি স্বয়ং অনুবাদ করলে সম্ভব নয় যে, তার প্রমাণ জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন' কবিতার স্ব-কৃত অনুবাদ। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়:

(ক) "আমি ক্লান্ত প্রাণ এক চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন
আমারে দু-দণ্ড্ শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন।"

(খ) "At moments when life was too much of sounds
I had Banalata Sen of Natore and her wisdom."

-কবির স্ব-কৃত এই অনুবাদে "ক্লান্ত প্রাণ" এবং "জীবনের সমুদ্র সফেন" নিরুদ্দেশ এবং "দু-দন্ড শান্তি"-র বদলে "wisdom" ব্যবহৃত হয়ে সম্পূর্ণ ছবিটাই বদলে গেল। অথচ, দ্বিতীয় কোনো অনুবাদক এখানে যে রকম করেছেন, তা প্রায় মূলানুগ।

আসলে, নিজের কবিতা নিজে অনুবাদ করলে প্রায় ক্ষেত্রেই যে, সেটি 'অনুবাদ' না হয়ে পরিবর্তিত হয় নূতন একটি কবিতায়, এর থেকে সেই কথাই বোঝা যায়। এ জিনিস যে হামেশাই ঘটে তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' এবং তাঁর নিজের অনুদিত ইংরেজি 'Gitanjali'-যা নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতেরা।

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

১। অনুবাদ চর্চার বিষয়ে সংক্ষেপে লিখুন। (১৫০ শব্দের মধ্যে)

৯.৪ 'মৃত্যুঞ্জয়' : লক্ষ্য ভাষায় অনুবাদ বিশেষের গুরুত্ব

অসমীয়া উপন্যাস পড়ে যে-কোনো শিক্ষিত বাঙালিই কিছুটা রসগ্রহণ করতে পারেন বলে আমাদের সাধারণ বিশ্বাস। কিন্তু 'মৃত্যুঞ্জয়'-এর ক্ষেত্রে বিশ্বাসটি টেকে না। এর বর্ণনার ভাষা, সংলাপ, সঙ্গে স্থানীয় বাগ্বিধি ইত্যাদি ভেদ করে রসগ্রহণ করা মধ্যমস্তরের অসমীয়া জানা বাঙালি পাঠকের পক্ষে কঠিন। পদ্য ও গল্প দিয়ে বীরেন্দ্রকুমারের লেখক জীবনের সূত্রপাত, ক্রমে সমান্তরালভাবে সাংবাদিকতা ও সাহিত্য-চর্চা এবং দেশময় প্রসিদ্ধি। ইংরেজি ও বাংলা থেকে কতিপয় মূল্যবান অনুবাদ ছাড়াও প্রায় ষাটটি গল্প, দশটি নাটক, বহু কবিতা ও প্রবন্ধ এবং বাইশটি উপন্যাসের লেখক বীরেন্দ্রকুমার প্রতিটি বিষয়েই স্বচ্ছন্দ বিহার করেন। 'মৃত্যুঞ্জয়' উপন্যাসটি ইংরেজি, হিন্দি, মালয়ালম, ওড়িয়া ইত্যাদি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। বাংলা অনুবাদের দায়িত্ব পেয়ে আনন্দিত, সাহিত্য অকাদেমীর কাছে লেখক কৃতজ্ঞও বটে। 'মৃত্যুঞ্জয়'-এর কাহিনি সত্য ঘটনার ওপর আধারিত। ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে অসম প্রদেশে সশস্ত্র বিপ্লবীরা কীভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন তার এক দৃষ্টান্ত এবং প্রাসঙ্গিক ছোট ছোট ঘটনা ও বহু চরিত্রের সমবায়ে উপন্যাসটি রচিত। প্রায় আঠারোটি পুরুষ ও সাতটি নারীচরিত্রের আশ্রয়ে উপন্যাসটি গড়ে উঠেছে। এরা অনেকেই গোষ্ঠীবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও প্রত্যেকে স্বভাব-স্বতন্ত্র। চরিত্রের মূল মানুষগুলির কেউ কেউ এখনো বেঁচে আছেন। বীরেন্দ্রকুমার দেখা জিনিসটাই আঁকতে বেশি অভ্যস্ত এমন একটা কথা শোনা যায়। তিনি নিজে বলেন, তাঁর দেখা চরিত্রগুলো শুধু অবলম্বন হিসাবে আসে। লিখতে গেলে শেষ পর্যন্ত গোল হয়ে যায় চৌকো, চৌকো হয়ে যায় গোল। মূল থেকে ওরা সরে আসে অনেক, অনেকটাই।

কতটা বাস্তব কতটা কল্পনা জানা নেই তবে নিবিড় পাঠ ও অনুবাদের প্রক্রিয়ায় উপন্যাসের ঘটনা ও চরিত্র আমাদের অঙ্গরী সুতোয় (টীকা দ্রষ্টব্য) বেঁধে রেখেছে। দৈপারার চৈতন্যপন্থী মঠের অধ্যক্ষ তথা বিপ্লবীদের নেতা মহদানন্দ গোসাঁই, আহিংসেবী বৃদ্ধ আহিনা কোঁয়র, ডিমি, কলী, টিকৌ, ইনসপেক্টর শইকীয়া সর্বোপরি ধনপুর এবং প্রায় নেপথ্যবর্তিনী সুভদ্রাসহ অন্য সকলে গভীরভাবে পরিচিত ও সত্য হয়ে উঠেছে। আমাদের জানতে ইচ্ছে করে বিশ বছরের ধনপুরের মৃত্যুদৃশ্য রচনার পূর্ব ও পররাত্রি লেখকের কেমন কেটেছিল? তাঁর কি তখন মনে পড়েছিল বীর ইন্দ্রজিৎকে অথবা স্রষ্টা

মধুসূদনের বেদনার কথা? উপন্যাসে ওই বেঁধে রাখার ক্ষেত্রে নরনারী চরিত্র ছাড়াও আরো চরিত্র আছে। উপন্যাসের বৃহৎ ঐকতানে এদের ভূমিকা মনে গভীর রেখাপাত করে। একটা শরপহু (শম্বর)- যাকে দেখা যাচ্ছে না, গোসাঁই বাড়ির পেছনের জঙ্গলে মাঝরাতে কাঁদে। শরপহু কাঁদে মানুষের মত। গভীর রাতে গর্ভবতী মা-গোসাঁই দুঃখে ভয়ে কুঁকড়ে যান, ভাবেন, এ-কান্না আত্মঘাতিনী সুভদ্রার কান্না। শরপহুর দেহে ভর করেছে সুভদ্রা, ওর মুক্তি নেই। এর পাশাপাশি আর এক কান্না, মহদা গোসাঁইর বাছুরহারা গাভীর (গাভীটি কে? কীসের রূপক হয়ে ধনপুরকে আকুল করে সে?) শরপহুর মতই আমাদের লোকসংস্কারের বাহন হয়ে আশ্রমের অন্ধকারে আকাশপ্রদীপের শূন্য আধারে বসা নিয়তী চরাই (অলক্ষ্মী প্যাঁচা) নীচের লোকগুলোর সংস্কার আর যুক্তির মাঝখানে দুলতে থাকে কিছুক্ষণ। তারাশঙ্করের করালীর মত ডাকাবুকো ধনপুর রঙ্গতামাসার মাঝখানে চকিতে ঘুরে গিয়ে বন্দুকের গুলিতে দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে দেয়। অভিযাত্রার মুহূর্তে প্রাচীন সংস্কারের মৃত শরীরটি পড়ে থাকে আশ্রমের চালের ওধারে ছাঁচতলায়। এরা সবাই 'মৃত্যুঞ্জয়'-এর চরিত্র।

আরো সব পাখি এসেছে নানা রূপ ধরে, নানা স্বভাব নিয়ে। রাত শেষে কুচকুচে কালো ফিঙে পাখিটি আসে বাতাসে ভর করে নাচতে নাচতে লোকবিশ্বাসের সূত্র ধরে। ভিজে মাটির ওপর বন্দুক হাতে শয়ান গোসাঁইর মাথার ওপর অচেনা পাখিটি তার ছোট্ট শরীর নিয়ে চারদিকে পিটপিট করে তাকায়, ওর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে গোসাঁই চেতনাপ্রবাহে পিছিয়ে যান দূরে, বাল্যে, মেনি বেড়ালের মত শান্ত গর্ভবতী স্ত্রীর কাছে। মরালরা উপন্যাসে উড়ে উড়ে কী জানিয়ে দেয়? আরো নানা চরিত্র। সবাই মিলে পটভূমি রচনা করেছে। পটচিত্রে টিলা, নদী (কলং, কপিলী), বিল, ঝর্ণা, বিচিত্র সব গাছ, আরণ্য উদ্ভিদ, কীটপতঙ্গ, আদিবাসীর সমাধির খাঁড়া পাথর, এরা সবাই যাদুমন্ত্রে প্রাণ পেয়ে জেগে উঠেছে। যখের গুহার দুর্গমতা একদিকে আতঙ্ক, অন্যদিকে কোন স্বপ্ন জাগিয়ে তোলে রূপনারায়ণের মনে? বৈষ্ণবীয় গীতি, আচার, বিবাহ-গীতি, লোকাচার, স্ত্রী-আচার, কার্বি (মিকির) সমাজের পার্বণ, লোকবিশ্বাস ও সংস্কার, লোককথা, বৃহত্তর অসমীয়া সমাজের লোককথার প্রিয়তম কন্যা তেজীমালার কথা, কেউটের মিথ, বাঘের মিথ, সবাই সহজভাবে দাঁড়িয়ে আছে নিজের নিজের ভঙ্গিতে।

মানুষের অত্যাচারের আঁশটে গন্ধ, পাহাড়ি ছহত গাছের ছাল-পোড়া সুগন্ধ-উপন্যাসে এই গন্ধদুটি প্রবল। এই গন্ধের মাঝখান দিয়ে মিলিটারিবাহী ট্রেনখানা রূপনারায়ণের কানে শিশুকালের মজার ছড়ার ধ্বনি তুলে এগিয়ে আসে মরণফাঁদের দিকে। তারপরেই ঘটে যায় নাটকীয় ঘটনা, নাকি নারকীয়? মৃত্যুমুখী হাজারো মানুষের বীভৎস আর্তনাদের বুক চিরে ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে বেরিয়ে আসে মহদা গোসাঁইর কোন বিশ্বাসের রক্তাক্ত বিহঙ্গ? বিহঙ্গটিকে চিনতে পাঠককে বেগ পেতে হয় না। সে আমাদের শান্তির পারাবত।

একটি দীর্ঘ উপন্যাস অনুবাদ করতে গেলে এমন অনেক শব্দ থাকে যার লক্ষ্য ভাষায় যথার্থ অনুবাদ হয় না। সেক্ষেত্রে অনুবাদককে অনেক শব্দের টীকা সংযোজন করতে হয়। এখানেও অনুবাদক অনেক শব্দের টীকা প্রদান করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য এই যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনুবাদককে বিস্তর বেগ পেতে হয় নববধূর মত পিতৃকুল-শ্বশুরকুল উভয়কুল রক্ষা করতে। এক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় ঘটে নি।

মূলের প্রতি বিশ্বস্ততা অন্যদিকে ভাষান্তরে মাধুর্যসঞ্চারের দাবি, এ দুয়ের টানাপোড়েনের মাঝখানে যথাসাধ্য চেষ্টা করেদেন টীকা সংযোজিত হয়েছে বাঙালি পাঠকের সুবিধের জন্যে। খাদ্যবস্তু-পোশাকপরিচ্ছদ পশুপাখিকীটপতঙ্গ গাছলতাগুল্মের বাংলা প্রতিশব্দ যথাস্থানে দেওয়া হয়েছে। একান্তই যেখানে পাওয়া যায়নি সেখানে মূল শব্দ বহাল থাকছে। প্রয়োজনস্থলে টীকা-অংশে বৈজ্ঞানিক পারিভাষিক নাম দেওয়া হয়েছে। এভাবে মূলভাষা থেকে লক্ষ্য ভাষন রূপ লাভ করেছে পাঠকের বহু কাঙ্খিত 'মৃত্যুঞ্জয়' উপন্যাসটি।

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

২। লক্ষ্য ভাষন 'মৃত্যুঞ্জয়' উপন্যাসের কলেবর কীভাবে গড়ে উঠেছে আলোচন করুন। (২০০ শব্দের মধ্যে)

৯.৫ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

এই অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা সর্বপ্রথমে আসামের ধ্রুপদী জাতীয় আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে লেখা 'মৃত্যুঞ্জয়' উপন্যাসের সামগ্রিক অবয়ব সম্পর্কে জানা সম্ভব হলো। এছাড়া—

- অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা ও প্রতিবন্ধকতা বিষয়ে জানতে পেরেছেন।
- 'মৃত্যুঞ্জয়' উপন্যাসকে আশ্রয় করে লক্ষ্য ভাষায় অনুবাদ বিশেষের গুরুত্ব বুঝতে সক্ষম হয়েছেন।

৯.৬ অতিরিক্ত পঠন

- কটকী, ড.প্রফুল্ল (১৯৭৯); স্বরাজোত্তর অসমীয়া উপন্যাস সমীক্ষা; গুয়াহাটি : বীণা লাইব্রেরী
- খাউণ্ড, ড. মলয়া (২০১৭); বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য আরু তেওঁৰ উপন্যাস; গুয়াহাটি : সাহিত্য প্রকাশ
- ঠাকুর, নগেন (সম্পা) (২০০০); এশ বছরর অসমীয়া উপন্যাস; পানবাজার; গুয়াহাটি : জ্যোতি প্রকাশন
- ভট্টাচার্য,বীরেন্দ্র কুমার (২০১৫) মৃত্যুঞ্জয়; অনুবাদ ঊষারঞ্জন ভট্টাচার্য, কলকাতা : সাহিত্য অকাদেমি
- শর্মা, ড. গোবিন্দ প্রসাদ (১৯৯৫); উপন্যাস আরু অসমীয়া উপন্যাস; গুয়াহাটি : স্টুডেন্টস স্টোরস
- শর্মা, ড. সত্যেন্দ্রনাথ (১৯৭৬); অসমীয়া উপন্যাসর গতিধারা; গুয়াহাটি : বাণী প্রকাশ
- শর্মা, ড.সত্যেন্দ্রনাথ (১৯৬৫); অসমীয়া উপন্যাসর ভূমিকা; কলকাতা : অসম বুক ডিপো

৯.৭ অগ্রগতির নির্ধারক উত্তর-সংকেত

১. অনুবাদ করতে গেলে একজন অনুবাদক যেসব সমস্যার সম্মুখীন হন এবং সেইসব সমস্যার সমাধানের উপায় সম্পর্কে এখন আমরা আলোচনা করব।এ কথা আমরা সকলেই মানি যে অনুবাদ হচ্ছে দেশ-কালের দূরত্ব দূর করবার অন্যতম প্রধান উপায়। কিন্তু একটি ভাষা থেকে, অনুবাদক যখন কোনো গদ্য রচনা বা কবিতা অন্য ভাষায় অনুবাদ করতে যান, তখন দেখা দিতে পারে বিভিন্ন সমস্যা। এই ভাবে উত্তরটি সাজিয়ে তৈরি করুন। (দ্রষ্টব্য ৯.৩ অংশ)

২. অসমীয়া উপন্যাস পড়ে যে-কোনো শিক্ষিত বাঙালিই কিছুটা রসগ্রহণ করতে পারেন বলে লেখকের সাধারণ বিশ্বাস। কিন্তু 'মৃত্যুঞ্জয়'-এর ক্ষেত্রে বিশ্বাসটি টেকে না। এর বর্ণনার ভাষা, সংলাপ, সঙ্গে স্থানীয় বাগবিধি ইত্যাদি ভেদ করে রসগ্রহণ করা মধ্যমস্তরের অসমীয়া জানা বাঙালি পাঠকের পক্ষে কঠিন। এইভাবে উত্তরটি সাজিয়ে তুলুন। (দ্রষ্টব্য ৯.৪ অংশ)

⑦ ৯.৮ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১. অনুবাদচর্চা বিষয়ে আলোকপাত করুন।

২. বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্যের 'মৃত্যুঞ্জয়' উপন্যাসের কাহিনি নির্মাণ বিষয়ে আলোচনা করুন।

৩. 'মৃত্যুঞ্জয়' : লক্ষ্য ভাষায় অনুবাদ বিশেষের গুরুত্ব আলোচনা করুন।

৪. 'মৃত্যুঞ্জয়' অনুবাদ করতে গিয়ে অনুবাদক যেসকল প্রতিবন্ধকতার সম্মুখিন হয়েছেন আলোচনা করুন।

*** *** ***